গাংনীতে হঠাৎ বেড়েছে শিশুদের ঠান্ডা জনিত রোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় হঠাৎ বেড়েছে শিশুদের ঠান্ডা জনিত রোগ। নিউমোনিয়া,বমি ও ডায়রিয়াই আত্রান্তের সংখ্যা বেশি। বেডে জায়গা না পেয়ে অনেকেই স্থান নিয়েছেন মেঝেতে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একদিনে ভর্তি হয়েছেন ২৫জন শিশু।

জানাগেছে, একসপ্তাহ যাবৎ ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতের কারনে শিশু ও বয়স্করা ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বেশি। শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ২৫জন শিশু ভর্তি হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৯জন শিশু ডায়রিয়া ও বমি নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। ৬জন ভর্তি হয়েছেন নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে। একই দিনে ১০জন বৃদ্ধ শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। তবে ভর্তিকৃত রোগীরা সরকারি ভাবে ওষুধ সরবরাহ পাচ্ছেননা বলে অভিযোগ করেছেন। তারা বিভিন্ন ফার্মেসী থেকে ওষুধ কিনে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে তাসফিয়া খাতুন ভর্তি হয়েছেন দুই বছরের শিশু ঝর্ণাকে নিয়ে। প্রথমে সর্দি জ¦র হয়। স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা দিয়ে কাজ হয়নি। শুক্রবার সকালে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি হন। বেতবাড়িয়ার কুলছুম খাতুন তার শিশু নোমানকে নিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানকার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ছয়দিন আগে তার শিশুপ্রত্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন।
ভাটপাড়া গ্রামের তামান্না খাতুন তার শিশু পুত্র আবু জায়েদকে নিয়ে ভর্তি হন। বমি আর পাতলা পায়খানা নিয়ে হাসপাতালে আসেন তিনদিন আগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মাত্র একদিন জোর জবদস্তি আর তদবির করে সিপ্রোসিন ইন্জেকশন দেয়া হয়েছে। পরে আর দেয়া হয়নি। এখন সব ওষুধ কিনতে হচ্ছে তাদের। কর্তব্যরত নার্সরা জানিয়েছেন স্টোর কিপার যে ওষুধ দিয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। যে কারনে তাদের ফার্মেসী থেকে কিনতে হচ্ছে। শুক্রবার ছুটির দিন তাই আগামীকাল ওষুধ সরবরাহ নেয়া হবে।

রোগীদের স্বজনদের সাথে কথা বলে জানাগেছে, শুক্রবার সকাল থেকে

আমাদের শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি করেছি। একাধিক শিশুর মা জানান, ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে আমরা ভর্তি হয়েছি। বেডে জায়গা হয়নি তাই মেঝতেই জায়গা নিতে হয়েছে। এমনভাবে অনেকেই মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্থাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিাসর(আর এমও) আব্দুল্লাহ আল মারুফ জানান, গত এক সপ্তাহ যাবৎ তীব্র শীতের কারনে শিশুরা ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। একদিনেই ২৫জন শিশু শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদেরকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। মায়েদের সচেতন হতে হবে তাহলে শিশুরা অনেকটা সুরক্ষিত থাকবে।

তীব্র শীতেও থেমে নেই কৃষকের সংগ্রাম

তীব্র শীতেও থেমে নেই কৃষকের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতই কর্মক্ষেত্র। সূর্যের আলো আর একটু বেলা গড়ালে রোদের পরশ না পেলেও কুয়াশা ঢাকা সকালেই বেরিয়ে পড়ছে নিজ ক্ষেতে খামারের কাজের উদ্দেশ্য। কেউ বা চাদর, কেউ বা মোটা ভারি শীত নিয়ন্ত্রণ করার পোশাক পরেই ছুটে ছলছে গন্তব্য স্থানে।তবে জুটছে না অনেক কৃষকের গায়ে মোটা কাপড়ের শীত নিয়ন্ত্রণ করার পোশাক।

এমন একজন কৃষক আলমগীর হোসেন জানান, আজ চারদিন ধরে কখন সকাল কখন যে দুপুর বোঝার উপায় নেই। এই সকালে যখন সবাই ল্যাপ কাথা মুড়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে মগ্ন তখন আমরা কৃষক ফসলের ফলনশীলতার কথা ভেবে ছুটে আসি নিজ নিজ ক্ষেতে ক্ষামারের কাজে। আমার তো এত শীত নিয়ন্ত্রণ করার মত মোটা পোশাক ও নেই তবে সমস্যা হয় না এসে কাজ শুরু করলে গরম লেগে যায়।আমরা গরীব কৃষক ভাই আমাদের কস্টের মূল্য ডা কোথায় এসব কোন ব্যাপার না।

এ দিকে কামরুল ইসলামের সাথে কথা বলে জানতে পারি এত শীত যা শরীর শক্ত হয়ে যায় তবুও কাজ করতে বের হতে হচ্ছে। কারন বাড়ির খরচ নির্ভর করে এই আবাদের উপর যদি এই আবাদ ভালো ভাবে না করতে পারি

ক্ষেতে কে দিবে।

ঠান্ডা ভাত খেয়েও অনেকের শুরু হচ্ছে কাজের সূচনা। তবে কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ এ দেশের আর্থিক অবস্থা এক তৃতীয়াংশ নির্ভর করে কৃষির উপর যার সম্পূর্ন টাই টিকিয়ে রেখেছে গ্রাম বাংলার এই সকল সংগ্রামী কৃষকেরা।তাদেরও ইচ্ছে করে এই কঠিন শীতে সকাল টা লেপ বা কম্বলের ভীতর শান্তি তে কাটিয়ে দিতে তা না করে ছুটে চলে কর্মে।তাদের এমন আত্মা ত্যাগেও কতন মনে রাখে? এমন প্রশ্নই করেছে অনেক কৃষক।

তবে জানিয়েছেন অনেক কৃষক এমন শীত ও অতিরিক্ত কুয়াশার কারনে ধানের চারা কটাশে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এমন ভাবে চলতে থাকলে চারা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। তবে এটা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই সকল ভোরে এসে লাঠি দিয়ে চারার গায়ে থেকে কুয়াশা ফেলায় ব্যাস্ত।

এ বিষয়ে আবহাওয়া অফিসের কাছে থেকে জানা গেছে এমনটা চলবে মিনিমাম ৭ দিন তবে আস্তে আস্তে স্বাভাবিকের দিকেই ফিরবে বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয় কৃষক আলমগীর হোসেন আরো জানান, অসহায় গরীব অনেক কৃষক আছেন যারা একটা শীতের মোটা ভারি পোষাক কিনতেও পারছে না। তাদের দেওয়ার মত কেউ নেই।আমি চাই আমাদের গরীব দুঃখী কৃষকের পাশে কেউ থাকুক।একটু মূল্যায়ন করা হোক।

ব্যাংক এশিয়া বামন্দী শাখায় শীত বস্ত্র বিতরন

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়ার বামন্দী শাখায় দরিদ্র ও অসহায় দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যাংকটির কার্যালয়ে এলাকার ১২০ জনের মাঝে কম্বল প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক এশিয়ার শাখা ব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান, সেকেন্ড অফিসরা আসাদুজ্জামান, ব্যাংক অফিসার, উত্তম

কুমার শর্মা, সোহগ হোসেন, নাসিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শায়েখ আহম্মেদ, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আঃ আওয়াল বিশ্বাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা, পশু চিকিৎসক ও সামজ সেবক ডাক্তার ইউসুফ আলী, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই ইসরাফিল হোসেন, বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে গ্যামা কাটা নিয়ে সংঘর্ষে ৩ জন আহত

মেহেরপেুরর গাংনী উপেজলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে গ্যামা কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিন জন আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন, গ্যামা জমির মালিক লাল্টু মিয়া, তার কর্মচারী শাহ আলম এবং অভিযুক্ত আইনের স্ত্রী নিলুফা।

আহত লালটু মিয়া জানান, আমি মাঠে চাষ গ্যামা চাষ করি। আইন মাঝে মধ্যে আমার জমিতে গিয়ে চুরি করে গ্যামা কেটে নিয়ে যায়। আমার কর্মচারী তাকে নিষেধ করলে আইন তার উপর হামলা চালায়। সে গিয়ে আমাকে জানালে আইন আমার উপরও হামলা চালায়। এসময় উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তিতে আইনের স্ত্রী নিলুফাও জখম হয়।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মুজিবনগরে মহাজনপুর ইউনিয়ন

পরিষদের উদ্যোগে শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

প্রচন্ড শীতে অসহায় দরিদ্র ও বয়স্ক মানুষকে একটু উষ্ণতা দেওয়ার অভিপ্রায়ে, মুজিবনগরের মহাজনপুরে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু উপস্হিত থেকে এ সব কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য আরিফ হোসেন,৩ নং ওয়ার্ড সদস্য বিপ্লব হোসেন বাবু সহ মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়নের সকল অসহায় শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু।

মুজিবনগরে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বেকার যুবক ও যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ বিভিন্ন প্রশিক্ষন দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।তারই ধারাবাহীকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন ‘টেকনোলজি

এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অফ বাংলাদেশ (টেকাব- ২য় পর্যায়)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তায় মুজিবনগর ভ্রাম্মমান কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে.এম. জাহিদ হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস ফিতা কেটে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। সেই সাথে প্রশিক্ষনার্থী ৪ জনের হাতে “প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম” কম্পিউটার এন্ড নেটওয়াকিং প্রশিক্ষণ কোর্সের বই তুলে দেওয়া হয়। পরে উপজেলা পরিষদ হল রুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে. এম. জাহিদ হোসেন,স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু,জেলা কম্পিউটার প্রশিক্ষক মাসুদুল উল হাসান নোবেল, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুর রব,উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাহমিনা খাতুন, এ সময় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষনার্থীগণ উপস্হিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে.এম. জাহিদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুবক ছেলে-মেয়েদের এমএস অফিস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্টারনেট আউটসাইডসহ নানা ধরনের প্রোগ্রাম শেখানো হচ্ছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা এ সনদ দেখিয়ে ব্যাংক থেকে অল্প সুদে ঋণও তুলতে পারবেন, যা দিয়ে গ্রামের অবহেলিত যুব সমাজের বেকারত্ব সমস্যা দূরসহ প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ও স্মাট বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ২০২১ ভিশন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত যুবক-তরুণীদের মধ্যে নতুন চেতনা আনতেই

এবং শিক্ষিত বেকার তরুণ তরুণীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে আসা প্রশিক্ষনার্থী জাফরিন আক্তার জেনি, সোনিয়া, মাসুম,সানোয়ার হোসেন বলেন,যুব উন্নয়নের এমন উদ্যোগে বেশ খুশি আমরা। বিনা পয়সায় কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের সার্টিফিকেট,যাতায়াত ভাতাসহ বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ হবে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষক মোস্তাক হোসেন,সহকারী প্রশিক্ষক রূপালী বিশ্বাস বলেন,সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবক-তরুণীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এতে করে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারবেন। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ভ্যানে ২ মাস ব্যাপী চারটি শিফটে ৪০ জন তরুণ তরুণীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ চলবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত করে তার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে — এ্যাড. নিতাই রায় চৌধুরী

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. নিতাই রায় চৌধুরী বলেছেন, পাল্র্◌ামেন্ট বহাল রেখে নির্বাচন পৃথিবীর কোথাও নেই। একজন এমপি থেকে নির্বাচন করবেন আরেকজন এমপি না হয়ে নির্বাচন করবেন, যে কারণে আমরা ২০১৪ সালের নির্বাচন বয়কট করেছি, ২০১৮ সালের নির্বাচনও বয়কট করেছি। তাই আগামী নির্বাচনের আগেই পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত করে তার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরে বিএনপি ঘোষীত যুগপৎ আন্দোলনের ১০ দফা ও রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রুপরেখা নিয়ে ব্যাখ্যা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থতে পরিণত হয়েছে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খাই. আওয়ামী লীগ নেতাদের এখন এই অবস্থা। দেশের ৮০ ভাগ জনগণ তাদের এ ধরণের বক্তব্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। গত ১৫ বছর ধরে আমাদের ইফাতারপার্টি করতে দেওয়া হয়নি, মানববন্ধন করতে দেওয়া হয়, কোন সমাবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ইফতার পার্টি থেকে, মানববন্ধন থেকে আমাদের নেতাকর্মীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের সোনার ছেলেদের গুম করা হয়েছে। আমাদের সমাবেশ করা, হরতাল আহবান করা, ঘেরাও করা সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার। সেগুলো তারা হরণ করে এখন ভুলভাল বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচন দিতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাংগঠনিক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ইলিয়াস হোসেন, সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, আব্দুর রহমান। আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গাংনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের লাঞ্ছিতের ঘটনায় দুই প্রশিক্ষণাার্থীকে বহিষ্কারের

সুপারিশ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা ও লাঞ্ছিতর ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন শিক্ষার্থীরা। ওই দুই শিক্ষার্থী হচ্ছে- অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজ। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

জানা গেছে, এসএম ফয়েজ নামের এক ব্যক্তি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে তার দুই মেয়ে অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজকে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণে ভর্তি করান। এরা দুজনই প্রশিক্ষণে এসে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ও টিকটক ভিডিও করে। এতে নিষেধ করলে ফয়েজ আহমেদ আজ বুধবার সকালে প্রশিক্ষণ কক্ষে ঢুকে প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের উপর হামলা চালিয়ে লাঞ্ছিত করে। এসময় ফেশিয়াল কাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ফয়েজ ও তার স্ত্রী তানিয়া তাবাচ্ছুম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে কর্মকর্তা নাছিমা খাতুনকে নানা ধরণর হুমকী প্রদান করে।

এ ঘটনায় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ওই দুই শিক্ষার্থী অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজকে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ থেকে বহিষ্কার করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশ অনুযায়ি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে পৃথক ভাবে ছাত্রলীগের

৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

শোভা যাত্রাটি গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে গিয়ে আলোচনাসভার মধ্যেদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্তাসিরজামান মৃদুল, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা ও সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মহনসহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গাংনী উপজেলা ও কলেজ ছাত্রলীগের একাংশের আয়োজনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। সেখানে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিন রেজার সভাপতিত্বে ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন,উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান,সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশসহ ছাত্রলীগের কর্মীবৃন্দ। অন্যদিকে একই সময়ে গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ ফিরোজ আহম্মেদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনাসভার আয়োজন করে।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবাষির্কী পালন

দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী) বাংলাশে ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি র্যালি বের হয়ে কলেজ মোড়ের শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পন করে নেতাকর্মীরা।

জাতীয় যুবজোটের কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা নুরুস সাফা প্লাবনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতা তানভির আহমেদ, সজল আহমেদ, সাগর আগমেদ, তৌহিদুল ইসলা, মিল্টন , সাজিবুল, আব্দুলআলিম, জয়, রাজিব, মাসুম, আমানুরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জাতীয় যুবজোটের কেন্দ্রীয় সদস্য নুরুস সাফা প্লাবন তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকারের বাংলাদেশ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মানের আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করতে হবে।